কুষ্টিয়ায় ইটভাটা মালিকদের ৬ লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার মিরপুরে চারটি ইটভাটা মালিককে ছয় লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় একটি ইটভাটায় বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

আজ সোমবার (২ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলার মিরপুর উপজেলার তালবাড়ীয়া ইউনিয়নের চারুলিয়া ও বারুইপাড়া ইউনিয়নের আমকাঠালিয়া ও বলিদাপাড়া এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে পরিচালনা করেন পরিবেশ অধিদপ্তর খুলনার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মমতাজ বেগম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকায় মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের আমকাঠালিয়া এলাকার এমজেবি ব্রিকসের মালিক মাহবুব আলমকে দেড় লাখ টাকা, একেবি ব্রিকসের মালিক এনামুল হক কে দেড় লাখ টাকা, বলিদাপাড়া এলাকার এবি ব্রিকসের মালিক শাহীন আলীকে দেড় লাখ টাকা এবং এমআরবি ব্রিকসের মালিক শরিফুল ইসলাম মুকুলকে দেড় লাখ টাকা করে মোট ছয় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়াও তালবাড়ীয়া ইউনিয়নের চারুলিয়া এলাকার, এএরএম ব্রিকসের ড্রাম চিমনি বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয়।

জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সিনিয়র কেমিস্ট ও (ভারপ্রাপ্ত) উপ-পরিচালক হাবিবুল বাসার জানান, ‘ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ (সংশোধনী ২০১৮) অনুযায়ী ৪ ভাটা মালিককে ৬ লাখ টাকা জরিমানা করে সতর্ক করা হয়। এছাড়াও ১টি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।’

তিনি আরও জানান, জেলায় ১৭০টি ইটভাটা রয়েছে। যার মধ্যে ১৫ ইটভাটার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র রয়েছে। অবৈধ এসব ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান চলমান রাখা হবে।

কবর থেকে মরদেহ উত্তোলন না করেই ফিরে গেলেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

কুষ্টিয়ায় ছাত্র-জনতার গণ আন্দোলন চলাকালে ৫ আগস্ট আশরাফুল ইসলাম ও সুরুজ আলী বাবু গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। ময়নাতদন্ত ছাড়াই তাদের দাফন করা হয়। পরে এ হত্যার ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা করা হলে মরেদহ ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেন আদালত।

আজ বুধবার (৯ অক্টোবর) মরদেহ উত্তোলনে গেলে দুই পরিবারই আপত্তি জানায়। এতে কবর থেকে মরদেহ উত্তোলন না করেই ফিরে যান নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ও সংশ্লিষ্টরা।

জানা গেছে, মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আদালতের নির্দেশে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত বাবু ও আশরাফুলের মরদেহ উত্তোলনের জন্য কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর কেন্দ্রীয় কবরস্থান যায় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা, পুলিশ সদস্যরা সহ সংশ্লিষ্টরা। কিন্তু মরদেহ উত্তোলনে নিহত দুই পরিবারই আপত্তি জানায়। এ অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করেও মরদেহ উত্তোলন না করেই ফিরে যান জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

নিহত দুই পরিবারের সদস্যরা জানান, বাবু ও আশরাফুল নিহতের দুই মাস পার হয়ে গেছে। তাই তারা লাশ তুলতে দেবেন না।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন চলাকালে ৫ আগস্ট বিকাল ৩টা ৫০ মিনিটের দিকে কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়ার আড়ংয়ের সামনে রাস্তার উপর আন্দোলনকারী বাবুকে এলোপাথাড়িভাবে মারপিট ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

এ ঘটনায় রাইসুল হক বাদী হয়ে ৩৫ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করা হয়। অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে আরও ৪০/৫০ জনকে। নিহত বাবু কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর গ্রামের শালদহ এলাকার মৃত নওশের আলীর ছেলে। বাবু পেশায় স্বর্ণকার ছিলেন।

দায়িত্বরত কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী

ম্যাজিস্ট্রেট জাহিদ হাসান বলেন, মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আদালতের নির্দেশে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত বাবু ও আশরাফুলের মরদেহ উত্তোলনের জন্য কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর কেন্দ্রীয় কবরস্থানে এসেছিলাম। নিহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়ায় মরদেহ উত্তোলন করা সম্ভব হয়নি।

ছাত্র-জনতা আন্দোলন চলাকালে ৫ আগস্ট দুপুর দেড়টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের বকচত্বরের উত্তর দিকে শতাব্দী ভবনের সামনে আশরাফুল ইসলামকে তলপেটে, বাম পায়ের উরুসহ শরীরের বিভিন্নস্থানে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় ২০ আগস্ট নিহত আশরাফুল ইসলামের স্ত্রী লাবণী আক্তার ইতি কুষ্টিয়া মডেল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।

এ মামলায় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকর্মী সহ মোট ২৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে আরও ৫০-৬০ জনকে। নিহত আশরাফুল ইসলামকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার শালদহ গ্রামের কফিল উদ্দিনের ছেলে। তিনি রঙ মিস্ত্রির কাজ করতেন।

মেহেরপুরে ভ্রাম্যমান আদালতে মাদক সেবকের জেল

মেহেরপুরে হেরোইন সেবনের অভিযোগ মোঃ রুবেল হোসেন (২৫) নামের এক মাদক সেবীকে ১৪ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১শ অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত জাহান আজ বুধবার (৫ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুর শহরের পেয়াদা পাড়ায় এ মোবাইল কোর্ট বসিয়ে এদন্ড দেন তিনি।

দন্ডিত মোঃ রুবেল হোসেন মেহেরপুর শহরের মল্লিক পাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

মোবাইল কোর্ট সূত্র জাননা, মোঃ রুবেল হেরোইন সেবনের কথা স্বীকার করায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ২০১৮ এর ৩৬ (৫)ধারায় ১৪

দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

এর আগে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে অভিযান চালিয়ে মাদক সেবন করার সময় রুবেল হোসেনকে আটক করা হয়।
এসময় মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক আবুল হাশেম উপস্থিত ছিলেন।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ভূমিকা” শীর্ষক কর্মশালা

“স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ভূমিকা” শীর্ষক কর্মশালা মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল ১০ টার দিকে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লিংকন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম।

কর্মশালায় মূল প্রতিপাদ্যের উপর বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: রনী খাতুন।
বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলার ভারপ্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাসেম, সাংবাদিক দিলরুবা খাতুন প্রমুখ।
কর্মশালায় শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

দেখিয়ে ক্লিনিকে নিয়ে হয়রানী ও অর্থ লুটে নেয়

মেহেরপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাসপাতালে দালাল চক্রের ৪ সদস্য প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে অর্থদন্ড করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের আরডিসি হুমায়ন কবির।

আজ রবিবার (১৪ আগষ্ট) দুপুরের দিকে এ অভিযান পরিচালনা করেন তিনি।

এরা হলেন, মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার মজিবর রহমানের ছেলে শামসুল আলম (৪৫), হঠাৎপাড়া এলাকার রবিউল ইসলামের ছেলে উজ্জল হোসেন (২৩) সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামের সামসুল ইসলামের ছেলে রকিব উদ্দীন (২৭) ও একই গ্রামের আসারুল ইসলামের ছেলে জামাল উদ্দীন (২৩)।

এর আগে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল আলমের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি টিম ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে দালান চক্রের এই ৪ সদস্যকে আটক করেন।

আটক দালাল চক্রের এই ৪ সদস্যকে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও মেহেরপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হুমায়ুন কবিরের আদালতে নিলে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর ৭(১) ধারায় তাদের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে অর্থদন্ড করা হয়।

ডিবি’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, দন্ডিত দালাল চক্রের এই চারজন বিভিন্ন ক্লিনিকে দালাল হিসেবে কর্মরত। তারা মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে আসা রোগীদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ক্লিনিকে নিয়ে যায়। এছাড়া বিভিন্ন ভাবে রোগীদের ফাঁন্দে ফেলে হয়রানী ও অর্থ লুটে নেয়।

ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারকের কাছে দালাল চক্রের এই সদস্যরা মানুষকে হয়রানী করার দোষ স্বীকার করায় ভ্রাময়মান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাদের প্রত্যেককে ১০০০ টাকা করে জরিমানা

করেন।

মেহেরপুরে দুইটি ওষুধের দোকানে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড

মেহেরপুর শহরের কাথুলী বাস স্ট্যান্ডের দুটি ওষধের দোকানে অভিযান চালিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষধ এবং স্যাম্পল পাওয়ায় ৫ হাজার টাকা করে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদলতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

মেহেরপুর শহরের কাথুলী বাস স্ট্যান্ড এলাকার ঈশান ইমন ফার্মেসী ও খান ফার্মেসিতে এ অভিযান চালান ম্যাজিস্ট্রেট।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান নূর এ আদালত পরিচালনা করেন।

সোমবার (২৫ জুলাই) দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের কাথুলী বাস স্ট্যান্ড এলাকায় ফার্মেসি দুটিতে অভিযান চালিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষধ ও বিভিন্ন কোম্পানির স্যাম্পল পাওয়ায় ড্রাগ আইন ১৯৪০ এর ১৮ ধারা ভঙ্গের অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে ২৭ ধারাই ২ টা দোকানে মোট ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।